''শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা''

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

স্মারক নং-৩২.০১.০০০০.০২১.১৮.০০১.২২-১৩ তারিখ: ০৯/০৩/২০২৩

বিষয় : মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্য প্রেরণ।

সূত্র :৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.২৭, তারিখ: ০২/০৩/২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা সংশ্লিষ্ট ছক অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে সদয় জ্ঞাতার্থে ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ৪ পাতা।

০৯/০৩/২০২৩

মাহমাজ হোসেন কারিবা
উপপরিচালক (ম্যাজিস্ট্রেট)
ও
ইনোভেশন অফিসার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

চীফ ইনোভেশন অফিসার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: প্রোগ্রামার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সংস্কারমূলক এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের তথ্য

ক্রমিক নং	সংস্কার /উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম(মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর-সংস্থা/অন্যান্য অফিস	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	সুরক্ষিত বয়:সন্ধিকাল ২০২১-২২	৬৪ জেলার কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।	সুরক্ষিত বয়:সন্ধিকাল ইনোভেশন আইডিয়ার মাধ্যমে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও জেন্ডার প্রোমোটাররা কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের বাল্যবিবাহের কুফল ও ভার্চুয়াল জগতের নেতিবাচক দিক গুলো সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। এছাড়া সচেতনতামূলক ভিডিও, গান, সিনেমা প্রদর্শনের মাধ্যমে শিষ্টাচার, নৈতিকতা, মূল্যবোধ জাগ্রত করে প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে Change agent হিসেবে গড়ে তুলবে। একইভাবে এসব কিশোর-কিশোরীরা অন্যকে ও ভিকটিম হতে দেখলে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। কিশোর- কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা তার বিদ্যালয় কিংবা এলাকার কোন শিশুকে বাল্যবিবাহ কিংবা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হতে দেখলে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অথবা হেল্প লাইন নম্বর- ১০৯ এ ফোন করে জানাবে।।	
২	অপরাজেয় নারী ২০২০-২১	ঢাকা, চট্টগ্রাম,বরিশাল, খুলনা, রাজশাহি এবং সিলেটের মহিলা সহায়তা কেন্দ্র	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি বিভাগীয় শহরে মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে নির্যাতিত নারী ও শিশুরা যথাযথ আইনী সেবা পায় না। আশ্রয় কেন্দ্রের বোর্ডারগণ প্রচলিত (সেলাই) প্রশিক্ষণ পদ্ধতির কারণে উপকৃত হয় না। "অপরাজেয় নারী" গড়ে তোলার উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় অনধিক ১৫ দিনে অভিযোগ নিষ্পত্তি, নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ চালু করা এবং প্রশিক্ষণের সংখ্যা বৃদ্ধি, বোর্ডারদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান ও প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা।	
৩	নির্ভয়ে পথচলা ২০২০-২১	রাজশাহি বিভাগের ৮টি জেলার সদর উপজেলাধীন স্কুল সমূহ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি অভিযোগ সংক্রান্ত কোন বাক্স না থাকা এবং বিদ্যমান কমিটি সক্রিয় না থাকায় যৌন হয়রানীর শিকার স্কুলগামী মেয়েদের অভিযোগ দাখিলের সহজ ব্যবস্থা না থাকায় স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ার হার বৃদ্ধি সহ বাল্য বিবাহের প্রবণতা বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা মানসিকভাবে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে। "নির্ভয়ে পথচলা" উদ্ভাবন উদ্যোগটির মাধ্যমে যৌন হয়রানী সংক্রান্ত স্বচ্ছ অভিযোগ বাক্স স্থাপন, গোপনীয়তা রক্ষা করে স্কুলগামী মেয়েদের যৌন হয়রানির হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	
৪	আলোর ভূবনে নারী ২০২০-২১	চট্টগ্রাম বিভাগের ১০ টি জেলার সকল উপজেলা	নির্যাতিত নারী ও শিশুরা মানসিক ভাবে হতাশাগ্রস্থ এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। সেবা প্রদানকারী সংস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় হয়রানির শিকার, পরনির্ভরশীল এবং বিপদগামী হয় (পাচার, দেহ ব্যবসা, মাদক ব্যবসায় জড়িত ইত্যাদি)। নারী ও শিশুদের নির্যাতনের প্রতিরোধ সেল/কমিটির মাধ্যমে নির্যাতনের প্রতিকার ব্যবস্থা নেয়া হলেও মনোসামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদান করে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলার ব্যবস্থা নাই। "আলোর ভূবনে নারী" উদ্ভাবন উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং এর জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের মাধ্যমে নির্যাতিত নারীদের মানসিকভাবে উজ্জীবিত করা। একই সাথে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৭টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বী করে তোলা।	

মাহমুজা হোসেন ফারিহা
উপপরিচালক (অ্যাডিশনাল)
মহিলা সহায়তা কর্মসূচি
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫	স্কুল পর্যায়ে অভিভাবকদের নিয়ে বাল্যবিবাহ নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভার আয়োজন করা ২০১৯-২০	খুলনা বিভাগের জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	স্কুল পর্যায়ের অভিভাবকগণ বাল্যবিবাহ সর্ম্পকে সচেতন নয়। সচেতনতার অভাব, দারিদ্রতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না করা, যৌন হয়রানী ইত্যাদি কারণে স্কুল পর্যায়ের ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ সংগঠিত হচ্ছে । এর ফলে বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সর্বোপরি এসডিজি বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে ।	
৬	অফিসে আগত সেবা গ্রহিতাদের নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা ২০১৯-২০	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	উপজেলার অফিস পাড়ায় মহিলা ও শিশু সেবা গ্রহীতাদের জন্য আলাদা ভাবে নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে অফিসে আগত সেবা গ্রহীতাদের নিরাপদ খাবার পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।	
৭	মোবাইল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের প্রতারণা/নির্যাতন রোধে মা সহ ছাত্রীদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২০১৯-২০	গাজীপুর জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	তথ্য প্রযুক্তিতে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে জনগণের হাতের মুঠোয় পৃথিবী। যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তিতে জনগণের দোর গোড়ায় সকল সেবা পৌছে যাচ্ছে। সেই সাথে নারী ও শিশু মোবাইল নেট ওয়ার্কিং এর অপব্যবহারে প্রতারিত/নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছে। এ উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ের মা সহ ছাত্রীদের সমন্বয়ে মেবাইল নেটওয়াকিং এর অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা করা হচ্ছে।	
৮	বাল্যবিবাহ নিরোধ ঘন্টা ২০১৯-২০	৬৪টি জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	ডিজিটাল সিস্টেমের আওতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ । "বাল্য বিবাহ নিরোধ ঘন্টা" উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি স্কুলের সমাবেশে শপথ আকারে একটি ইউনিক শ্লোগান **"আগে শিক্ষা পরে বিয়ে, আঠার /একুশ পার হয়ে"** পাঠ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।	
৯	ভিজিডি উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা সহজিকরণ ২০১৯-২০	৬৪টি জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	উপকারভোগীদের দল গঠন করে দলনেতার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের নিকটবর্তী ব্যাংক/এজেন্ট ব্যাংকে স্ব স্ব হিসাব খোলা এবং নির্ধারিত তারিখে সঞ্চয় জমা পূর্বক খাদ্য (চাল) গ্রহণ।	
১০	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত সহজিকরণ ২০১৯-২০	৬৪টি জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত সহজিকরণ " উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত পণ্যের গুনগত মান বজায় রেখে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে "বহ্নি" নামে শপিং অ্যাপস চালু করে পন্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।	
১১	ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী নারীদের চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা। ২০১৭-১৮	সিলেট, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নেত্রকোন ,শেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাংগামাটি, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রাজশাহি ও টাঙ্গাইল	দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, সামাজিক অসচেতনতা, তথ্যের অপ্রত্যুলতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকার ফলে ক্ষুদ্র নৃ - গোষ্ঠী নারীরা পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে বৈষম্যের স্বীকার হয়। যার ফলে এক দিকে যেমন সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ঘটে, পারিবারিক নির্যাতনের স্বীকার হয় সেই সাথে যৌতুকসহ বাল্যবিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নারীদের(১৮-৫০) বছর ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ প্রদান করা হবে। ফলে সক্ষমতা বৃদ্ধি সহ অর্থনৈতিক ভাবে সাবলম্বী হবে সেই সাথে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন	

অন্তিম

মাহবুবা জেসমিন
উপপরিচালক (স্যাডিজিপ্রো)
সহায়তা কর্মসূচি
মহিলা অধিদপ্তর, ঢাকা

			সহ বিবাহ বিচ্ছেদের হার হ্রাস পাবে।	
১২	ভিজিডি উপকারভোগী মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ২০১৭-১৮	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের ১২ জেলার সকল উপজেলা	**৪০-৫০ বছরের ভিজিডি উপকারভোগীদের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা অভাব**, প্রচারণার অভাব, স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে অপ্রতুলতা, অসুস্থ থাকায় পরনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং পরিবারের সদস্যদের অশান্তি সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা কর্তৃক ওয়ার্ড ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। খাদ্য বিতরণের তারিখ এসএমএস এর মাধ্যমে জানানো, নির্ধারিত তারিখে উপজেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাক্তারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সচেতন করা হবে। খাদ্য বিতরণের সাথে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হবে।	
১৩	হাওর অঞ্চলে মৌসুম ভিত্তিক ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারকে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধক কার্মকান্ডে সম্পৃক্ত করণ ২০১৭-১৮	কিশোরগঞ্জ সুনামগঞ্জ এবং নেত্রকোনা জেলার সকল উপজেলা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া এর নবীনগর, নাছিরনগর এবং গোপালগঞ্জ এর সদর উপজেলা	**মৌ**সুম ভিত্তিক বেকারত্বের কারণে বা হাওরের জলাবদ্ধতার কারণে (পানিবৃদ্ধি/ বন্যা/ অতি বন্যা) ঝুকিঁপূর্ণ পরিবার চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ **প্রদানের মাধ্যমে** সক্ষমতা বৃদ্ধি, আত্ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্রতা হ্রাসসহ নারীর প্রতি সহিংসতা **হ্রাস করা। ফলে এই উদ্যোগ গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্ম নির্ভরশীল হবে।**	
১৪	আগ্রহী যৌন পল্লীর যৌনকর্মী ও তাদের শিশু কিশোরীদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ওপূনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা ২০১৭-১৮	রাজবাড়ী জেলা	যৌনকর্মে নিযুক্ত যৌনকর্মীরা সমাজ হতে বিচ্যুত। তারা স্বাস্থ্য সেবা ,সুস্থ সামাজিক জীবন হতে বিচ্যুত। এ কারণে তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এনে আয়বর্ধণ **মূ**লক কর্মে সম্পৃক্ত করার জন্যই এই আইডিয়া নেয়া হয়েছে। শিশু এবং কিশোর, কিশোরী যারা যৌনপল্লীতে বর্তমা**নে** অবস্থান করছে তারা সবচেয়ে **ঝুঁ**কিপূর্ণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে মাদকের আসক্তি, অসামাজিক ক্রিয়াকালাপে এ সকল শিশু কিশোর জড়িত হয়ে পড়েছে। এ কারণে সচেতনতা **মূ**লক প্রশিক্ষণ, আত্মা নির্ভরশীল অথ্যাৎ আয়বর্ধক **মূ**লক কর্মে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করা জরুরী প্রয়োজন। যৌনকর্মীদের মধ্যে আত্মাবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য সচেতনতা মুলক প্রশিক্ষণ **প্রদান কাউন্সেলিং করে উদ্বুদ্ধ করা।** বিভিন্ন দপ্তর যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজ সেবা অধিদপ্তর এর সাথে লিঙ্ক তৈরি করে একযোগে কাজ **করা**। যে সমস্ত যৌনকর্মী সুস্থ সামাজিক জীবনে ফিরে আসতে চান তাদেরকে সেভ হোমের ব্যবস্থায় এনে প্রশিক্ষণ/ঋণ প্রদান করতে হবে। প্রশাসন,স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভা সহ **উদ্বুদ্ধ**করণ কর**তে** হবে।	
১৫	আত্মহত্যা প্রতিরোধে ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর কিশোরী নারী পুরুষদের কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ প্রদান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। ২০১৭-১৮	খুলনা বিভাগের ১০ টি জেলা	এ উদ্ভাবনের মাধ্যমে দরিদ্র, বেকারত্ব, হতাশাগ্রস্থ, মাদকাসক্তদেরকে বিভিন্ন ধরনের সভা, কাউন্সেলিং, প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলা এবং আত্মহত্যার প্রবণতা হতে বের করে আনা।	
১৬	নির্যাতিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ মেয়ে শিশু শ্রমিকদের স্কুলগামী করা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।	রংপুর বিভাগের ৮টি জেলার সকল উপজেলা	দরিদ্রতা,সচেতনতার অভাব,শিক্ষার অভাব এবং ঝরে পড়ার কারণে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে মেয়ে শিশুদের অন্তর্ভূক্তি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নির্যাতিত হচ্ছে। পরিণতিতে মেয়ে শিশুরা শিক্ষা থেকে, আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন কারিগরি ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে	

	২০১৭-১৮		অকাল মৃত্যু, বাল্যবিবাহ রোধ হবে এবং কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	
১৭	নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন ২০১৭-১৮	খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার সকল উপজেলা	স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা নারী নির্যাতন, মানব পাচার, পতিতাবৃত্তি ও আত্মহত্যা সহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতনের শিকার হয়। অন্যদিকে তাদের সন্তানরা শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার, অনৈতিক কার্যকলাপ, মাদকাসক্ত ও সন্ত্রাসী হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। আইডিয়া বাস্তবায়নের পর বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা যারা সমাজের বোঝা/ নিগৃহীত তারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচতে পারবে। মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে আত্মনির্ভরশীল করার মাধ্যমে তাদের সন্তানদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃস্টি হবে। তাদের শিশুরাও আর দশজন স্বাভাবিক শিশুর মত স্বাভাবিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারবে । দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে তারা হতে পারবে দেশের উন্নয়নের একজন গর্বিত অংশীদার।	
১৮	লিংকেজ করবো সাবলম্বী করবো ২০১৭-১৮	খুলনা বিভাগের ১০টি জেলার সকল উপজেলা	মূলধন এবং উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের সুযোগ না থাকায় তৃণমূল পর্যায়ের মহিলারা স্বনির্ভর হতে পারছে না। ঋণ প্রদান এবংবিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মহিলাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করা হবে।	
১৯	ক্ষুদ্রঋণ সেবা সহজিকরণ ২০১৭-১৮	চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার সকল উপজেলা	গ্রামীণ নারীরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ নিতে আগ্রহী হয়। তবে এ ব্যাপারে তারা কোনো তথ্যই জানেনা। ফলে বিভিন্ন তথ্য জানা থেকে শুরু করে ঋণের আবেদন করা এবং ঋণ গ্রহণ পর্যন্ত কয়েকবার জেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে যাতায়াত করে সময় ও আর্থিক ক্ষতির/হয়রানির সম্মুখীন হয়ে ঋণ গ্রহণে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।এমনকি ঋণের টাকার সময়মত ব্যবহার এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হয়। এ অবস্থা উত্তোরণের লক্ষ্যে এই উদ্ভাবনী উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়।	
২০	নারী পুরুষের সমন্বয়ে উঠান বৈঠক এর মাধ্যমে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। ২০১৭-১৮	৬৪টি জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	এই উদ্যোগের মাধ্যমে পুরুষদেরকে উঠান বৈঠকের আওতায় আনা, পুরুষদের সুবিধাজনক সময়ে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা নারীর মৌলিক অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা, সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে সহযোগিতা করা। নারী –পুরুষকে এক অন্যের পরিপূরক হিসেবে সহযোগিতা প্রদান। সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নে ও সিদ্ধান্তে সহযোগিতা করা।	
২১	৫১-৬১ বছর বয়সী দু:স্থ ও অবহেলিত গ্রামীণ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ। ২০১৭-১৮	৬৪টি জেলা ও জেলাধীন সকল উপজেলা	শিক্ষার অভাব,অসচেতনতা, অজ্ঞতা, দরিদ্রতা দুর্বল পারিবারিক বন্ধন এবং একক পরিবার গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ৫১-৬১ বছর বয়সী দু:স্থ ও অবহেলিত গ্রামীণ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টণীর আওতাভুক্ত না হওয়ায় অবহেলিত অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করে। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে এবং বিষন্নতায় ভোগে । একসময় নিজেকে সমাজের বোঝা মনে করে ভিক্ষা বৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষিতে উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে ইত:মধ্যে যারা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ কিন্তু কাজের সুযোগ পাচ্ছেন না তাদেরকে দক্ষতা অনুযায়ী আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।	
২২	জয়িতা জয়যাত্রা (নির্বাচিত জয়িতাদের সাথে নেটওয়ার্কিং তৈরির প্রয়াস) ২০১৭-১৮	নীলফামারী জেলার সকল উপজেলা	প্রতি বছর উপজেলা পর্যায়ে থেকে নির্বাচিত জয়িতাদের একটি ফোরামে যুক্ত করা হয় এই জয়িতাদের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ, কন্যা শিশু শিক্ষা গ্রহণ উদ্বুদ্ধকরণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান, নির্যাতিত নারীদের আত্ম বিশ্বাস বাড়ানো সহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এর ফলে জয়িতা মর্যাদা ও সম্মান প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। জয়িতারা স্থানীয় রোলমডেল হিসেবে বিবেচিত হবে।	